# জাতিসংঘ সাপ্তাহিক সংবাদ সংক্ষেপ

## সংখ্যা - জুলাই ২০১০/০১

## জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র,ঢাকা

সংবাদ শিরোনাম ঃ

* জাতিসংঘ সংস্থাসমুহের পাকিস্তানে বন্যাক্রান্ত প্রায় এক মিলিয়ন মানুষের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ
* ইসরায়েলী বসতীদের দ্বারা ফিলিস্তিন ঘরবাড়ি দখলের ব্যাপারে জাতিসংঘ দুতের নিন্দা জ্ঞাপন
* জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ কর্তৃক পরিষ্কার সুপেয় পানি এবং পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার সুযোগপ্রাপ্তিকে মানবাধিকার হিসেবে ঘোষণা
* পারমাণবিক অস্ত্রমুক্ত বিশ্ব সকলের জন্য নিরাপত্তা বৃদ্ধি করে- হিরোশিমা ফোরামকে বান কি-মুন

## জাতিসংঘ সংস্থাসমুহের পাকিস্তানে বন্যাক্রান্ত প্রায় এক মিলিয়ন মানুষের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ

**৩০ জুলাই**- উত্তর-পশ্চিম পাকিস্তানে গত তিন দিনের মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে মুষলধারে বৃষ্টিপাতের দরুণ সংঘটিত প্রবল বন্যায় আক্রান্তের সংখ্যা প্রায় দশ লাখে পৌছেঁছে। মৃতের সংখ্যা কয়েক শত এবং প্লাবিত এলাকাসমুহের সাথে সকল যোগাযোগ বিছিন্ন হয়ে গিয়েছে বলে জাতিসংঘ রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়। জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তাদের উদ্ধৃতি দিয়ে জাতিসংঘ মানবিক কার্যক্রম সমন্বয় দফতর উল্লেখ করে যে, খাইবার পাখতুনওয়া প্রদেশে, যা পুর্বে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ নামে পরিচিত ছিল, মৃতের সংখ্যা ২৯০ এর অধিক, এবং আহতের সংখ্যা কয়েকশত।

এই বন্যায় পাকিস্তানের বিভিন্ন অবকাঠামোর ব্যাপক ক্ষতিসাধন হয়েছে। যার মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন সড়ক, কম পক্ষে ৪৫টি সেতু এবং সহস্রাধিক ঘরবাড়ি। নিখোঁজ ব্যাক্তিদের সন্ধান এবং উদ্ধার অভিযান বর্তমানে অগ্রাধিকার হলেও কতৃপক্ষ জরুরী আশ্রয় ও খাদ্য একই সাথে পানযোগ্য পানি এবং পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার জন্যও সহায়তা চেয়েছে। পাকিস্তানের সরকার দেশটির সামরিক বাহিনী ও ক্ষতিগ্রস্ত প্রাদেশিক কর্তৃপক্ষের সহায়তায় ত্রাণ কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

পিরপাই এ অবস্থিত গুদামঘর ও মানবিক কার্যক্রমের কেন্দ্রস্থল ডুবে যাওয়ায় বন্যাক্রান্ত এলাকায় ত্রানসামগ্রী পৌছানো দুষ্কর হয়ে ওঠে। সোয়াত জেলায় সোয়াত নদীর বন্যার স্রোতে অধিকাংশ সেতু ধ্বংসসহ দোকান, হোটেল এবং ঘরবাড়ি ভেসে গেছে।

জাতিসংঘের বিশ্ব খাদ্য কার্যক্রম (ডবি-উএফপি) উল্লেখ করে যে, মানবিক কেন্দ্রটির সুরক্ষা নিশ্চিত হওয়া মাত্রই তারা অতিরিক্ত খাদ্য প্রদানে প্রস্তুত রয়েছে। জাতিসংঘ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা পাকিস্তানের স্বাস্থ্য অধিদপ্তরকে চিকিৎসা সরঞ্জামাদি দিয়ে সাহায্য করছে, এবং পেশোয়ার-এ জরুরী স্বাস্থ্যসেবা ইউনিট স্থাপন করেছে।

জাতিসংঘ শিশু তহবিল (ইউনিসেফ) এবং এর সহযোগী প্রতিষ্ঠানসমুহ সোয়াতে নয়টি মেডিকেল ক্যাম্প স্থাপন করেছে এবং এতে পানিশোধনকারী ট্যাবলেট এবং জেরী ক্যান সরবরাহ করা হচ্ছে। এছাড়া সংস্থাটি স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে পানি শোধন করার ক্ষেত্রে সহায়তা প্রদান করে যাচ্ছে।

জাতিসংঘ শরণার্থী সংস্থা (ইউএনএইচসিআর) বেলুচিস্তান প্রদেশে বিশেষ করে সিবি এলাকায় বন্যাদুর্গত মানুষের জন্য ত্রাণ সামগ্রীর প্রথম চালান পাঠিয়েছে, যেখানে সপ্তাহান্তে বিস্তারিত মুল্যায়ন কার্যক্রমের পরিকল্পনা রয়েছে।

## ইসরায়েলী বসতীদের দ্বারা ফিলিস্তিন ঘরবাড়ি দখলের ব্যাপারে জাতিসংঘ দুতের নিন্দা জ্ঞাপন

**২৯ জুলাই–** মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি কার্যক্রমে নিয়োজিত জাতিসংঘের বিশেষ সমন্বয়কারী আজ জেরুজালেমের পুরনো শহরে একটি ভবনে বসবাসকারী ফিলিস্তিন পরিবারের বাসস্থল সশস্ত্র ইসরায়েলী দখলকারীদের কর্তৃক দখলের ব্যাপারে নিন্দা জ্ঞাপন করেন এবং সরকারকে এ ব্যাপারে দ্রুত উদ্যোগ গ্রহণের আহ্বান জানান।

রবার্ট সেরী এরকম ঘটনাকে "অগ্রহণযোগ্য" হিসেবে উলে-খ করে বলেন, "আমি ইসরায়েলী কর্তৃপক্ষকে দখলদারদেরকে বাড়িগুলো থেকে সরিয়ে পুর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি।" পুর্ব জেরুজালেমের বাহিরের অংশে ইসরায়েলী কর্তৃপক্ষক কর্তৃক কিছু সংখ্যক ফিলিস্তিন বাণিজ্যিক স্থাপনা ধ্বংসের পরপরই এই বক্তব্য প্রদান করা হলো।

এই দুত আরো বলেন, "এ ধরণের উস্কানীমুলক কাজ এমন সংকটময় মুহূর্তে ঘটলো যখন আন্তজাতিক গোষ্ঠী শান্তি প্রক্রিয়াকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।"

তিনি ইসরায়েলকে জাতিসংঘ, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, রাশিয়া এবং যুক্তরাষ্ট্র নিয়ে গঠিত কূটনৈতিক পক্ষ চতুষ্টয়ের আহ্বানে সাড়া দেয়ার জন্য বলেন যেখানে পশ্চিম জেরুজালেমে ঘরবাড়ি ধ্বংস এবং দখলের মত গর্হিত কাজ থেকে বিরত থাকার জন্য বলা হয়েছে।

মধ্যপ্রাচ্যে শান্তিস্থাপনের জন্য আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত দু'দেশ সমাধানের পক্ষে ইসরায়েলের প্রতিশ্রুতিকে সম্মান জানানোর আহ্বান জানিয়ে মহাসচিব বান কি-মুন এবং জাতিসংঘের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ সাম্প্রতিক মাসগুলোতে ফিলিস্তিন বাড়ি দখল, উচ্ছেদ এবং ধ্বংসের ব্যাপারে উদ্বেগ প্রকাশ করেন।

ইসরায়েলের উপপ্রধানমন্ত্রী এহুদ বারাকের সাথে নিউ ইয়র্কে আগামীকাল অনুষ্ঠিতব্য এক আলোচনায় জনাব বান গাজার অবস্থা এবং ইসরায়েলী দখলদ্বারিত্ব বন্ধের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরবেন।

এছাড়া মহাসচিব মধ্যপ্রাচ্য এলাকার নেতৃবৃন্দকে শান্তিস্থাপনের পক্ষে উদ্যোগী হবার জন্য আহ্বান জানান।

তার মুখপাত্র জানান যে তিনি শান্তিপ্রক্রিয়ার প্রত্যক্ষ সংলাপের জন্য ফিলিস্তিন রাষ্ট্রপতি মাহমুদ আব্বাস, আরব লীগের মহাসচিব আমের মুসা ও মিসরের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আহমেদ আবুল ঘেইট এর সাথে কথা বলেন।

## জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ কর্তৃক পরিষ্কার সুপেয় পানি এবং পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার সুযোগপ্রাপ্তিকে মানবাধিকার হিসেবে ঘোষণা

**২৮ জুলাই–** নিরাপদ এবং পরিষ্কার সুপেয় পানি এবং পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা ব্যবহারের সুযোগ একটি মানবাধিকার, যা জীবনকে এবং অন্যান্য মানবাধিকারকে উপভোগ করার জন্য প্রয়োজনীয়। আজ জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে সারা বিশ্বের ৯০০ মিলিয়ন মানুষের নিরাপদ পানি ব্যবহার থেকে বঞ্চিত থাকার কথা উদ্বেগের সাথে উলে-খ করে ঘোষণাটি করা হয়।

১৯২ সদস্য বিশিষ্ট পরিষদ জাতিসংঘ সদস্য রাষ্ট্রসমুহ এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থাকে সকলের জন্য নিরাপদ, অভিগম্য সুপেয় পানি নিশ্চিত করার লক্ষে বিভিন্ন দরিদ্র রাষ্ট্রকে অর্থ, প্রযুক্তি এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি সরবরাহ করার আহ্বান জানায়।

পরিষদে পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন সংক্রান্ত প্রস্তাবটির অনুকুলে ১২২টি ভোট এবং এর বিপক্ষে শূন্য ভোট এবং ৪১টি দেশ ভোট দেয়া থেকে বিরত থাকে।

প্রস্তাবটিতে গভীর উদ্বেগে প্রকাশ করে যে, প্রায় ৮৮৪ মিলিয়ন মানুষ নিরাপদ পানি এবং মোট ২.৬ বিলিয়নের অধিক মানুষ মৌলিক পয়ঃনিস্কাশন ব্যবস্থা থেকে বঞ্চিত। এছাড়া বিভিন্ন সমীক্ষায় দেখা যায় যে পানি এবং পয়ঃনিষ্কাশন সংক্রান্ত বিভিন্ন রোগে ৫ বছরের নিচে প্রায় ১.৫ মিলিয়ন শিশু মৃত্যুবরন করে এবং ৪৪৩ মিলিয়ন স্কুল কর্মদিবস নষ্ট হয়।

এছাড়া আজকের এই জাতিসংঘ মানবাধিকার পরিষদের অনুরোধকে স্বাগত জানায় যেখানে বলা হয় নিরাপদ পানযোগ্য পানি এবং নিষ্কাশন ব্যবস্থার সাথে সংশি-ষ্ট মানবাধিকার বিষয়ে জাতিসংঘের স্বতন্ত্র বিশেষজ্ঞ ক্যাটরিনা আলবুকুরকু প্রতি বছর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের কাছে এ বিষয়ে প্রতিবেদন পেশ করবেন।

মিস আলবুকুরকু প্রতিবেদনে সকলের জন্য সুপেয় পানি এবং পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার অধিকার অর্জনের প্রধান চ্যালেঞ্জগুলোর উপর আলোকপাত করা হবে। একই সাথে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষমাত্রার অগ্রগতিও তুলে ধরা হবে।

এমডিজি, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অসুস্থতা হ্রাস করার জন্য অনেকগুলো লক্ষ্যমাত্রা স্থির করা হয়েছে যা ২০১৫ সাল নাগাদ অর্জনের কথা।এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যে সকল মানুষ নিরাপদ পানি থেকে বঞ্চিত তার সংখ্যা অর্ধেকে কমিয়ে আনা এবং মৌলিক পয়ঃনিষ্কাশন বঞ্চিত লোক সংখ্যা অর্ধেকে আনা।

অপরদিকে মিস আলবুকুরকু জাপানে তার নয় দিনের সফর শেষে সর্বজনীন পানি ও নিষ্কাশন ব্যবস্থা নিশ্চিতের জন্য দেশটির বিভিন্ন উদ্যোগের ব্যাপক প্রশংসা করেন। একই সাথে স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ও বর্জ্যপানির শোধনে বিভিন্ন উদ্ভাবনী প্রযুক্তি ব্যবহারের প্রশংসা করেন।

কিন্তু স্বতন্ত্র বিশেষজ্ঞ বলেন যে তিনি কিয়োটো শহরের কাছে ইউটোরো গোত্র, যেখানে কয়েকটি প্রজন্ম ধরে কোরীয়ানরা বসবাস করছে, সেখানে জাতীয় নেটওয়ার্ক থেকে পানি সরবরাহের ব্যাবস্থা না থাকায় ব্যাথিত হয়েছেন।

তিনি বলেন, ”এছাড়া জনগণ নর্দমা বা পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার সাথে সংযুক্ত নয়, যেখানে আশেপাশের এলাকাগুলো পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার অধীনে রয়েছে। গত বছরের মত সংঘটিত বন্যায় নিষ্কাশন ব্যবস্থা ও ময়লা পানি দুরীকরণের ব্যবস্থার অভাবের ফলে মানুষের মলমুত্রের মত বর্জ্য পরিবেশে ছড়িয়ে পড়ে, যাতে পরিবেশ ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। এতে স্বাস্থ্যহানির ব্যপক আশংকার সৃষ্টি হয়।

আমি আরো উদ্বিগ্ন যে, ইউটোরোতে বসবাসরত কিছু লোকের পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা অনেক ব্যায়সাপেক্ষ যারা পেনশন পাওয়ার অধিকার থেকেও বঞ্চিত।

## পারমাণবিক অস্ত্রমুক্ত বিশ্ব সকলের জন্য নিরাপত্তা বৃদ্ধি করে- হিরোশিমা ফোরামকে বান কি-মুন

**২৭ জুলাই-** আজ বৈশ্বিক নিরস্ত্রীকরণ এজেন্ডার আরও অগ্রগতির আহ্বান জানিয়ে মহাসচিব বান কি-মুন

গুরুত্বারোপ করেন যে, পারমাণবিক অস্ত্র থেকে মুক্তির মাধ্যমেই সকলের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব।

২০২০ সালের মধ্যে সকল পারমাণবিক অস্ত্রের বিলুপ্তির লক্ষে হিরোশিমায় অনুষ্ঠিত এক সম্মেলনে জনাব বান বলেন, ”আমরা নিশ্চিত হই যে এসকল অস্ত্র থেকে নিরাপত্তার একমাত্র নিশ্চিত উপায় হচ্ছে এদের ধ্বংস করা।”

তিনি বলেন, ”পারমাণবিক নিরস্ত্রীকরণ প্রায়ই এক স্বপ্ন হিসেবে পরিগণিত হয়, যেখানে বাস্তবতা হলো পারমানবিক অস্ত্র অর্জন একটি দেশের নিরাপত্তা দেয় এবং সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধি করে।

”যত বেশি দেশ এই মনোভাব গ্রহণ করে, তত বেশি তা অন্য দেশকে একই মনোভাব গ্রহণে উৎসাহিত করে। এর ফলাফল হলো, সকলের জন্য নিরাপত্তাহীনতা।” শান্তির পক্ষে মেয়রদের নিয়ে আয়োজিত প্রায় ৪,০০০ জন মেয়র এবং অন্যান্য শহরের কর্মকতআগণ একই লক্ষ্যঃ ”পারমানবিক অস্ত্রমুক্ত বিশ্ব”, নিয়ে উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া এতে নগর ও সরকারী কর্মকর্তাগণ, বেসরকারী প্রতিষ্ঠান এবং সচেতন নাগরিকগণ উপস্থিত ছিলেন।

জনাব বান বলেন যে, শান্তিকামী মেয়রগণের পারমাণবিক অস্ত্রমুক্তির জন্য ২০২০ সাল পর্যন্ত বেঁধে দেয়া সময়টি বেশ গুরুত্বপুর্ণ। পারমানবিক অস্ত্রের আঘাত থেকে বেঁচে যাওয়া হিরোশিমা ও নাগাসাকির অধিবাসীগণ, যারা হিবাকুশা নামে পরিচিত, তারা তাদের ভয়ংকর অভিজ্ঞতা এবং প্রত্যয়কে বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরবেন বলে জনাব বান আশা প্রকাশ করেন।

এছাড়া মহাসচিব বান পানমাণবিক অস্ত্রের অধিকারী দেশসমুহের নেতাগণকে এর ভয়াবহতা অনুধাবন করার জন্য শহর দু’টি সফর করার জন্য আহ্বান জানান। এই শহরগুলো ১৯৪৫ সালের আগস্ট মাসে পারমানবিক অস্ত্রের আঘাতে সম্পূর্ণ ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয় এবং এতে কয়েক সহস্রাধিক মানুষের প্রাণহানী ঘটে।

জনাব বান জাতিসংঘের প্রথম মহাসচিব হিসেবে আগামী মাসে হিরোশিমা সম্মেলনে যোগদান করবেন।

তিনি সমাবেশে বলেন যে, ”আমি এই বছরের শান্তি সম্মেলনে ১০ দিনের মধ্যে যাব, যেখানে নিরস্ত্রীকরণ এজেন্ডার অগ্রগতির জন্য জরুরী পদক্ষেপগুলো আলোচনা করা হবে।

তিনি ২০০৮ সালের অক্টোবর মাসে প্রথম গৃহীত, পারমাণবিক অস্ত্রমুক্তির বাস্তব পদক্ষেপের জন্য নিজস্ব পাঁচ দফা পরিকল্পনাকে স্মরণ করেন। এতে পারমানবিক অস্ত্রবৃদ্ধিরোধ চুক্তির মাধ্যমে নিরস্ত্রীকরণের আলোচনার জন্য সদস্যদের আহ্বান জানানো হয়। । এতে একটি নতুন চুক্তি অথবা পারস্পারিক পুনঃপ্রায়োগিক চুক্তিসমুহ যাচাই বাছাই এর মাধ্যমে পারমানবিক অস্ত্রের সম্পাদনের আহ্বান জানানো হয়।

এই পরিকল্পনায় জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদকে আহ্বান জানানো হয় নিরস্ত্রীকরণের পথে আরও নিরাপত্তাবিধান, আইনের প্রয়োগ নিশ্চিতকরণ, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা, অন্যান্য ব্যাপক ধ্বংসাত্মক অস্ত্র বিনাশের অগ্রগতি, মিসাইল ও মহাকাশে ও অন্যান্য অস্ত্র সীমিতকরনের জন্য যার সবগুলোই পারমাণবিক অস্ত্রমুক্ত বিশ্বের জন্য প্রয়োজনীয়।

** ** **